সংবাদ

তারিখ ... 31 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

কেবল নির্বাচন নয়, এ যেন নির্বাচনী উৎসব। 'স্টুডেন্ট কেবিনেট' গঠনের এ নির্বাচনী উৎসবে শামিল হতেই গতকাল নিজ নিজ বিদ্যালয়ে এসেছিল মাধ্যমিক স্তরের প্রায় এক কোটি শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের কোলাহলে মুখরিত ছিল রাজধানীসহ সারাদেশের ২২ হাজার মাধ্যমিক স্কুল ও মাদ্রাসা। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পা রেখেই তারা মেতে ওঠে উল্লাসে। নিজ নিজ স্কুলে নির্বাচনী উৎসবে শামিল হয়ে শিক্ষার উন্নয়নে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদেরই ভোট দিয়ে নির্বাচন করলেন নিজেদের প্রতিনিধি। এ শিশু শিক্ষার্থীদেরই কেউ হয়েছে মন্ত্রী, আবার কেউ প্রধানমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনার **বিপুল** : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

বিপুল : উৎসাহ

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

প্রিজাইডিং, সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করেছে শিশুরাই। শৃঙ্খলা রক্ষায় কেউ কেউ হয়েছে র‍্যাব, পুলিশ, আনসার বাহিনীর সদস্য। সরাসরি ভোটের মাধ্যমে প্রতিটি বিদ্যালয়ে আটজন করে প্রার্থী নির্বাচিত হলো। সারাদেশেই উৎসবের আমেজে অনুষ্ঠিত হয়েছে মাধ্যমিক পর্যায়ের 'স্টুডেন্টস কেবিনেট'। রাজধানীর ঐতিহ্যবাহী তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের তনিমা মন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। উদ্দেশ্য নির্বাচিত হয়ে বিদ্যালয়ের ও সহপাঠীদের নানা কল্যাণে কাজ করবেন। তাই অতিথি, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভ্যর্থনায় সকাল থেকেই ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। পাশাপাশি তাকে ভোট দিয়ে জয়লাভের জন্য ভোটারদের কাছে ভোট চান। তার মতো সব প্রার্থীরা নিজেদের জয় লাভে সহপাঠীদের কাছে ভোট চাওয়ায় ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ তেজগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে স্টুডেন্টস কেবিনেট নির্বাচন পরিদর্শন করেন। এ সময় শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজ সারাদেশে মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল ও মাদ্রাসায় স্টুডেন্ট কেবিনেট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ নির্বাচনের ফলে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মনোভাব, মূল্যবোধ ও চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠবে। তারা অন্যের মতের প্রতি সহনশীল ও শ্রদ্ধাশীল হতে শিখবে। শিক্ষামন্ত্রী ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন এবং নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কমিশনারদের সঙ্গে কথা বলেন।

তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সকাল ও বিকেলের শিফটে শিক্ষার্থীরা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে দুটি পৃথক কেবিনেট নির্বাচন করেছে। খুদে মন্ত্রীদের কী কী দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল নির্বাচিত মন্ত্রীদের কাজ থেকেই। মন্ত্রিসভার সদস্যরা মাদকবিরোধী ফেস্টুন, স্টিকারসহ বিভিন্ন প্রচার চালাবেন। দুপুরে ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা যায়, আনন্দঘন পরিবেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় শিক্ষার্থীরা ভোট দিচ্ছে। প্রার্থীরাও উৎসবে শামিল হয়ে ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছেন। বিদ্যালয়টির ভোটদান দেখছেন প্রধান শিক্ষক মো. ইনসান আলী। প্রধান শিক্ষক তার প্রতিক্রিয়ায় বললেন, এই আয়োজন শিশুদের নেতৃত্ব বিকাশে কাজ করবে। শিশুরা অত্যন্ত খুশি। এদিকে আবার অনেক শিক্ষকই মনে করছেন এর ফলে শিশুদের ক্ষতিও হতে পারে। তাদের মতে, নির্বাচনের নাম করে ছোট ছোট এই শিশুদের মাঝে রাজনীতির বিষফোঁড়া ঢোকানো হচ্ছে। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না, শিশুরা এই নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। প্রসঙ্গত, শিক্ষার্থীদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত আটজন প্রতিনিধির প্রধান দায়িত্ব ও সম্পাদিত কর্মকাণ্ডগুলো হচ্ছে- পরিবেশ সংরক্ষণ (বিদ্যালয়, আঙ্গিনা ও টয়লেট পরিষ্কার এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা), পুস্তক ও শিখন সামগ্রী, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি এবং সহপাঠ কার্যক্রম, পানিসম্পদ, বৃক্ষ রোপণ ও বাগান তৈরি, দিবস ও অনুষ্ঠান উদযাপন এবং অভ্যর্থনা ও আপায়ন, আইসিটি। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এসব দায়িত্ব বণ্টন করবেন।